DETECTIVE STORIES NO 142. দারোগার দপ্তর, ১৪২ সংখ্যা।

রাজা সাহেব।

(২য় অংশ)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪ নং হুজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

All Rights Reserved.

দ্বাদশ বর্ষ।] সন ১৩১১ সাল। [মাঘ।

PRINTED BY B. H. PAUL, AT THE
Hindu Dharma Press.
No 70 Aheereetola Street, Calcutta.

রাজা সাহেব।

(২য় অংশ)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জালে পড়া।

রাজা মহাশয়ের গমন করিবার সময় মন্ত্রী মহাশয় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর দিকে লক্ষ্য করিয়া রাজা মহাশয়কে কহিলেন, "ইহাঁর প্রতি কি আদেশ হয়?"

রাজা। কি সম্বন্ধে আদেশ?

মন্ত্রী। ইনি ইহাঁর মনিবের নিমিত্ত যে টাকা কর্জ্জ করিতে চাহিতেছেন, সেই সম্বন্ধে কি আদেশ হয়?

রাজা। কেন, সে আদেশ ত আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। আমি বলিয়া দিয়াছি, টাকা দেওয়া যাইবে।

মন্ত্রী। তাহা হইলে কোন্ তারিখে ইহাঁকে আসিতে কহিব?

রাজা। কল্যই আসিতে বলিয়া দিন। যেরূপ ভাবে লেখাপড়া হইবে, তাহা সমস্ত ঠিক করা হইয়াছে ত?

মন্ত্রী। না, এখনও তাহার কিছুই হয় নাই।

রাজা। আজ যদি সুবিধা হয়, সে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া রাখুন। আর পাট ক্রয় করিবার লোকের বন্দোবস্ত করিতেছেন না কেন? এক মাসের মধ্যে সমস্ত পাটের ডিলিভারি দিতে হইবে, তাহা আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন কি? ঢাকা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে পাট জন্মিয়া থাকে, সেই প্রদেশীয় কোন লোক হইলে ভাল হয়। কারণ, সেইস্থানের লোক সকল যেরূপভাবে পাট চিনিতে পারে, অপর কোন স্থানের লোক সেরূপ ভাবে পাট চিনিতে পারে না।

মন্ত্রী। দুই এক দিবসের মধ্যে আমি পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত লোক স্থির করিয়া দিতেছি। পাঠের ডিলিভারি দেওয়ার নিমিত্ত আপনি ব্যস্ত হইবেন না। দশ পনর দিবসের মধ্যে সমস্ত পাট যাহাতে ক্রয় করা যায়, তাহার নিমিত্ত আমি সবিশেষরূপে চেষ্টা করিব। অন্যান্য মহাজনদিগের ন্যায় টাকার অভাব ত আর আমাদিগের নাই; সুতরাং কার্য্য শেষ করিতে কয়দিবস লাগিবে?

মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত এই কয়েকটী কথা হইবার পরই রাজা দরবার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ক্যাসবাক্সবাহীও ক্যাসবাক্স লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিল।

যে পর্য্যন্ত রাজা মহাশয় দরবারে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় এক মন্ত্রী মহাশয় ব্যতীত অপর কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা নির্গত হয় নাই; সকলেই মুখ বন্ধ করিয়া আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা মহাশয় অন্তঃ-

পুরে গমন করিবার পর সকলের মুখ দিয়া কথা নির্গত হইল। সেই সময়ে দাওয়ানজী মহাশয় মন্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "পাট ক্রয় করিতে দক্ষ লোকের নিমিত্ত রাজা মহাশয় যখন এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একটী লোক স্থির করিয়াই কেন দিউন না।"

মন্ত্রী। লোকের আবশ্যক বলিয়াই যে একটী অকর্ম্মণ্য লোক নিযুক্ত করিতে হইবে, এমন নহে। পনের কুড়ি দিবস একটু পরিশ্রম করিলে সম্বৎসরের নিমিত্ত তাহাকে আর চিন্তা করিতে হইবে না। এরূপ কার্য্যের নিমিত্ত আমি একজন সামান্য লোক নিযুক্ত করিতে পারি না।

দাওয়ান। তবে এরূপ উৎকৃষ্ট অথচ কঠিন কার্য্যের নিমিত্ত অপর লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনই বা কি? আপনার অধীনে ত অনেকগুলি কর্ম্মচারী কর্ম্ম করিতেছেন; দশ পনর দিবসের নিমিত্ত তাহাদিগের মধ্য হইতে একজনকে পাঠাইয়া দিলে হয় না?

মন্ত্রী। আমিও মনে মনে তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু রাজা মহাশয় যখন ঢাকা কি সিরাজগঞ্জ-নিবাসী কোন লোককে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছেন, তখন আমি আমার অধীনের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কাহাকেও পাঠাইতে পারি না। কারণ, সেই প্রদেশীয় কোন লোকই রাজ-সরকারে কর্ম্ম করেন না।

দাওয়ান। এরূপ অবস্থায় যাহা আপনি ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুর বাড়ী আমার বোধ হয় ঢাকা জেলায়। তাঁহাকে বলিলে তিনি

নিশ্চয়ই একজন উপযুক্ত লোক স্থির করিয়া দিতে পারেন সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। আপনি উত্তম কথা বলিয়াছেন। সেক্রেটারী মহাশয়ের বাড়ী ঢাকা জেলায়, ইহা আমি অবগত হইয়াছি; কিন্তু কার্য্যের সময় সে কথা আমার মনে হয় নাই। আপনার এই প্রস্তাবের নিমিত্ত আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। (এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর প্রতি) আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি একজন উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোক স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলে সবিশেষ উপকৃত হই। কারণ, আপনি নিজেই শুনিলেন, রাজা মহাশয় একজন লোকের নিমিত্ত কিরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী। লোকের অভাব নাই। আমি কল্য নিশ্চয়ই একজন লোক ঠিক করিব, এবং যে সময় এইস্থানে আগমন করিব, সেই সময় আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনয়ন করিব।

মন্ত্রী। দেখিবেন, যেন ভুলিবেন না। আর আপনার টাকা সম্বন্ধে যেরূপভাবে লেখা পড়া করিয়া লইতে চাহেন, সেইরূপভাবে একটী কস্‌ড়া আপনি প্রস্তুত করিয়া আনিবেন। উহা আমি একবার দেখিয়া রাজা মহাশয়ের মঞ্জুর লিখাইয়া লইব। তাহার পর উহা নিয়মিতরূপ ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিয়া দিলেই আপনি টাকা প্রাপ্ত হইবেন। লেখা পড়া করিবার কি রেজিষ্টারী হইবার পূর্ব্বেই যদি আপনার টাকার সবিশেষ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও কতক অংশ পূর্ব্বেই আপনি লইতে পারিবেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর সহিত এইরূপ দুই চারিটী কথা হইবার পরই মন্ত্রী মহাশয় সেই দরবার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাসা-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যাঁহারা রাজা মহাশয়ের সহিত তাস খেলা করিয়া এক দিবসেই লক্ষ টাকার সংস্থান করিয়া লইলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দাওয়ানজী মহাশয় কহিলেন, "এইরূপ ক্রীড়ায় রাজা মহাশয়ের মনের গতি কতদিবস স্থির থাকিবে, তাহা বলিতে পারি না। এই সময়ে কিছু সংস্থান করিয়া লউন। রাজা মহাশয়ের অগাধ টাকা; সুতরাং ইহাতে তাঁহার অধিক কিছু ক্ষতি হইবে না, অথচ আমরা পাঁচজন এই সুযোগে কিছু উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারিব।"

দাওয়ানজী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া উঁহাদিগের মধ্য হইতে একজন কহিলেন, "আপনার সম্মুখে আপনার মনিবের নিন্দা করা উচিত নহে। আমরা বিস্তর বিস্তর মূর্খ দেখিয়াছি, কিন্তু আপনার রাজা সাহেব সদৃশ মূর্খ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। বড়মানুষ হইলেই কি এইরূপ মূর্খ হইতে হয়?"

দাওয়ান। আমার মনিব যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহাকে মূর্খ বলা যাইতে পারে না; চলিত কথায়, ইহাকে বড়মানুষি কহে। চিরকালটা পল্লীগ্রামে রাজত্ব করিয়া ইঁহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। সেই সকল স্থানে যে সে লোক ইঁহার নিকট গমন করিতে পারে না; সুতরাং এরূপভাবে অর্থ নষ্ট করিবার সুযোগও হয় না। কলিকাতায় আসিয়া যে কয়দিবস অবস্থিতি করেন, সেই

কয়দিবস নানারূপে খরচের হাত সকলকে দেখাইয়া যান। আপনারা যেমন একদিন জুটিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ যদি আর কাহাকেও পাই, তাহা হইলে আমার মনিবের সঙ্গে তাঁহাকেও জুটাইয়া দিই। আপনাদিগের উপলক্ষে যেমন কিছু কিছু প্রাপ্ত হইতেছি, সেইরূপ তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া আরও কিছু সংস্থান করিয়া লইতে পারি।

ক্রীড়াকারী একজন। তাস খেলার কৌশল যেমন আমাদিগকে শিখাইয়া দিয়া, পরিশেষে রাজা মহাশয়ের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন; এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়কেও কেন সেইরূপে শিখাইয়া দিয়া তাঁহাকেও এই রাজা মহাশয়ের সহিত মিলাইয়া দেন না? তাহা হইলে আপনারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এবং এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ও মধ্য হইতে কিছু উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। রাজা মহাশয় এইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া গেলে ত আর এরূপ সুযোগ সহজে পাওয়া যাইবে না।

দাওয়ানজী। সেক্রেটারী মহাশয় যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমিও চেষ্টা দেখিতে পারি।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিলেন না। ইহার পর গল্পের স্রোত ফিরিয়া গেল। অন্যান্য অনেক কথার পর সে দিবসের কার্য্য শেষ হইল। আগন্তুক ব্যক্তিগণ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। দাওয়ানজী মহাশয়ও দরবার গৃহ পরিত্যাগ করিবার মানসে গাত্রোত্থান করিলেন। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় অতঃপর গাত্রোত্থান করিয়া ভগবান দাসের সহিত আপন বাসায় গমন করিলেন।

যাইবার সময় দাওয়ানজী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। "যে সময়ে আজ আগমন করিয়াছিলাম, পরদিবস পুনরায় সেই সময় মুসবিদার থসড়া সহিত আগমন করিব" এই কথা বলিয়া গেলেন। গমন করিবার কালে পথে ভগবান দাস কহিল, "কেমন মহাশয়! কিরূপ মহাজনের যোগাড় করিয়া দিয়াছি?"

সেক্রেটারী। মহাজন ভালই বলিয়া বোধ হইতেছে; তবে কার্য্য শেষ না হইলে কোন কথা বলা যায় না।

ভগবান। যখন রাজা মহাশয়ের আদেশ হইয়া গিয়াছে, তখন কার্য্যও শেষ হইয়া গিয়াছে জানিবেন।

সেক্রেটারী। যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় শেষ না হইয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত যদি রাজা মহাশয় পুনরায় নূতন আদেশ প্রদান না করেন, তা' হলেই ভাল।

ভগবান। আপনি ইহাঁর সহিত পূর্ব্বে কখনও ব্যবহার করেন নাই বলিয়া, এই প্রকার কহিলেন। যদি পূর্ব্ব হইতে ইহাঁর সহিত আপনার জানা শুনা থাকিত, তাহা হইলে এরূপ কথা কখনই আপনার মনে উদিত হইত না। ইহাঁর মুখ হইতে একবার যে কথা বাহির হইবে, লক্ষ লক্ষ মুদ্রার ক্ষতি হইলেও, সে আদেশ কখনই তিনি প্রত্যাহার করিবেন না। তাহার দৃষ্টান্ত আজ আপনি স্বচক্ষেই দর্শন করিলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়া যিনি একবারের নিমিত্ত একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেন না, তাঁহার মন কত উচ্চতর। বিশেষতঃ ইহাঁর কত টাকা আছে, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সেক্রেটারী। তবে কি তোমার বিশ্বাস হয় যে, রাজা মহাশয়ের নিকট হইতে আমি আমার প্রস্তাবিত অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব ?

ভগবান। তাহার আর কিছুমাত্র ভুল নাই। টাকা আপনার হস্তগত হইয়াছে, ইহাই আপনি স্থির করিয়া রাখুন।

সেক্রেটারী। ইনি কি এতই ধনী ?

ভগবান। তাহা আর আপনি আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ইহাঁর কার্য্য দেখিয়া তাহা আর আপনি অনুমান করিতে পারিতেছেন না ?

ভগবান দাসের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে না হইতেই এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাট ক্রয়ের বন্দোবস্ত।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়কে তাঁহার বাসায় পৌছাইয়া দিয়া, ভগবান দাস আপন বাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "পুনরায় কল্য আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

ভগবান দাস গমন করিবার পর সেক্রেটারী মহাশয় মনে মনে অনেক প্রকার চিন্তা করিলেন। রাজার কারদা-করণ, কথাবার্ত্তা, তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগিতে লাগিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়া একবারের নিমিত্তও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন না, এই বিষয় কেবল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন যে, যে ব্যক্তি এইরূপে জলের মত অর্থ অপব্যয় করিতে পারে, তাঁহার বৈভবই বা কত টাকার? মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতেই তিনি সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পাট ক্রয় করিবার একজন উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রী মহাশয় যে তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার ভুলিয়াই গেলেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের স্বদেশীয় একজন উকীল তাঁহার বাসার সন্নিকটেই বাস করিতেন। পরদিবস অতি

প্রত্যূষে তিনি সেই উকীল মহাশয়ের বাসায় গমন করিয়া রাজত্ব বন্ধক রাখিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে যে প্রকার লেখা-পড়া করিবার প্রয়োজন, সেই প্রকারের একটী খসড়া মুসবিদা প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, সুযোগ বুঝিতে পারিয়া সেক্রেটারী মহাশয় উক্ত লেখা পড়ার স্বত্ব যতদূর সম্ভব আপনার মনিবের অনুকূলে লিখাইয়া লইলেন।

নিয়মিত সময়ে পুনরায় ভগবান দাস আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজবাড়ীতে গমন করিবার অভিপ্রায়ে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। মেছুয়া বাজারের যে বাসায় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় বাস করিতেন, সেই বাসায় আরও অনেকগুলি লোক অবস্থিতি করিত, একথা পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। রাজবাড়ীতে রাজা মহাশয় সম্বন্ধে যে সকল বিষয় সেক্রেটারী বাবু স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, রাজবাড়ী হইতে বাসায় আসিয়া তিনি সকলের সম্মুখে সেই সকল গল্প করেন। তাঁহার গল্প শ্রবণ করিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু—তাঁহার সহিত পরদিবস গমন করিয়া রাজ-দরবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুতরাং আজ তিনিও সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত রাজ-দরবারে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। এইরূপে ইঁহারা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই ভগবান দাস আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাদিগকে লইয়া পুনরায় সেই রাজবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে পূর্ব্বের ন্যায় দরবার গৃহে গিয়া উপবেশন করিলেন। যে সময় তাঁহারা দরবার গৃহে প্রবেশ

করিলেন, সেই সময় সেইস্থানে দুই একজন নিম্ন কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর আর কেহই ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের গমন করিবার পর, ক্রমে দাওয়ানজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্ত্রী মহাশয় আগমন করিলেন। ক্রমে পূর্ব্বোক্ত আগন্তুক ব্যক্তি কয়েকজনও আগমন করিল, এবং পরিশেষে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় রাজা মহাশয়ও দরবার-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দাওয়ানজী মহাশয় আগমন করিয়াই এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি খস্‌ড়া মুসবিদা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন কি?" এই কথায় তিনি আপনার নিকট হইতে সেই খস্‌ড়া লেখা-পড়াখানি বাহির করিয়া দাওয়ানজী মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি নিতান্ত উদাস ভাবে একবার উহা আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইলেন, কহিলেন, "ঠিক হইয়াছে, মন্ত্রী মহাশয় আগমন করিলে আপনার কার্য্য শেষ করিয়া দেওয়া যাইবে।" এই বলিয়া কাগজখানি আপনার নিকটেই রাখিয়া দিলেন। পরিশেষে মন্ত্রী মহাশয় আগমন করিলে, তিনি তাঁহার হস্তে উহা প্রদান করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও দাওয়ানজী মহাশয়ের মত একবার পড়িয়া লইলেন ও কহিলেন, "ইহার ভিতর সামান্য সামান্য কয়েকটী দোষ থাকিলেও লেখা মন্দ হয় নাই। রাজা মহাশয় দরবারে আসিবামাত্রই তাঁহার মঞ্জুরি লিখাইয়া লইয়া আপনাকে প্রদান করিব। পরিশেষে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে আপনি উহা লিখাইয়া আনিবেন।" এই বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় সেই কাগজখানি আপনার নিকটেই

রাখিয়া দিলেন। পুরুষার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে যে লোকের নিমিত্ত বলিয়া দিয়াছিলাম, তাহার কিছু করিতে পারিয়াছেন কি?"

সেক্রেটারী। লোকের ভাবনা নাই। কিন্তু কিরূপ ভাবে পাট খরিদ করিতে হইবে, কত পাট ক্রয় করিতে হইবে, যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, সেই বা কিরূপ প্রাপ্ত হইবে? প্রভৃতি সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানিতে পারিলেই আমি লোক আনিয়া দিতে পারিব।

মন্ত্রী। আমাদিগের রাজা মহাশয় কখনও পাটের ব্যবসা করেন নাই। কিন্তু ইহাঁর একজন বন্ধু সাহেব ইহাঁর জমীদারীর ভিতর একটী চটের কল খুলিয়াছেন। যে প্রদেশে চটের কল খোলা হইয়াছে, সেই প্রদেশীয় কোন লোক এই কার্য্য বুঝে না। সুতরাং পাট আমদানী করিয়া দিবার কনট্রাক্ট কেহই লয়েন না। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া রাজা মহাশয় বিরক্ত হন, এবং তাঁহার রাজত্বের ব্যবসাদার-দিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিজেই পথ-প্রদর্শক হইয়া, সমস্ত পাট নিজেই সরবরাহ করিয়া দিবেন বলিয়া, নিজেই কনট্রাক্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

সেক্রেটারী। আমি গত কল্য যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার অনুমান হয় যে, সেই পাটের ডিলিভারি দিতে অতি অল্প সময়ই বাকি আছে। কি পরিমাণ পাট ক্রয় করার প্রয়োজন হইবে?

মন্ত্রী। নিতান্ত অধিক পাট ক্রয় করিতে হইবে না। আমার বোধ হয়, কেবলমাত্র লক্ষ মণ পাটের কনট্রাক্ট

আছে, এই লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিলেই হইতে পারিবে। আপনি যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা ঠিক। পাটের ডিলিভারি দিবার আর অধিক দিবস বাকি নাই; কিন্তু এক আধ আনা দাম অধিক দিয়া নগদ টাকায় ক্রয় করিলে এই সামান্ত পাট ক্রয় করিতে আর কয়দিবস লাগিবে?

সেক্রেটারী। যে ব্যক্তি পাট ক্রয় করিবে, তাহাকে কি পরিমাণে বেতনাদি দিতে মনস্থ করিয়াছেন?

মন্ত্রী। যে কয়দিবসই হউক, এক মাসের বেতন অন্যূন একশত টাকা তিনি পাইবেন। গমনাগমন করিতে, কিম্বা ক্রয়ের স্থানে বাসা প্রভৃতি করিয়া অবস্থান করিতে যে ব্যয় হইবে, সে সমস্ত ব্যয়ই সরকার হইতে প্রাপ্ত হইবেন। ইহা ব্যতীত যত টাকার পাট ক্রয় করিবেন, তাহার প্রত্যেক টাকায় এক পয়সা করিয়া কমিসন পাইবেন।

সেক্রেটারী। যে ব্যক্তি পাট ক্রয় করিতে গমন করিবে, তাহাকে পাট ক্রয় করিবার টাকা কিরূপভাবে দেওয়া হইবে?

মন্ত্রী। এইস্থান হইতে গমন করিবার সময় প্রথমতঃ তিনি এক লক্ষ টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সেই টাকায় পাট ক্রয় সমাপ্ত হইলে, তিনি যখন যে টাকা চাহিবেন, তাঁহার নিকট সেই পরিমিত টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী। যে লোককে প্রথমে নিযুক্ত করিয়া পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, একবারে এত টাকা তাহার হস্তে সমর্পণ করা যাইবে কি প্রকারে?

মন্ত্রী। এই নিমিত্তই ভাল লোকের অনুসন্ধান করা হইতেছে। বিশ্বাসী লোক না হইলে তাঁহার হস্তে এত টাকা কিরূপে সমর্পণ করা যাইতে পারে? কিন্তু যে লোক নিযুক্ত করা হইবে, আমাদিগের সরকারের নিয়মানুযায়ী তাঁহাকে প্রথমতঃ জামিন দেওয়ার প্রয়োজন হইবে।

সেক্রেটারী। কিরূপ ভাবে জামিন লওয়া হইবে? এত টাকার জামিন হইতে সহজে কোন লোক স্বীকৃত হইবেন না।

মন্ত্রী। জামিন অতি সামান্য। কেবল সরকারের নিয়ম প্রতিপালন করা মাত্র। অতি সামান্য পরিমিত নগদ টাকা রাজসরকারে জমা দিলেই চলিতে পারিবে।

সেক্রেটারী। আপনাদিগের রাজসরকারের নিয়মানুযায়ী জামিনস্বরূপ কত টাকা জমা দিবার প্রয়োজন হইবে?

মন্ত্রী। সে অতিশয় সামান্য টাকা। কেবলমাত্র পাঁচ হাজার টাকা জমা দিলেই হইতে পারিবে।

মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় রাজা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ক্যাসবাক্সও উপস্থিত হইল।

রাজা মহাশয় দরবার গৃহে আপন স্থানে উপবেশন করিবার পরই মন্ত্রী মহাশয়, সেক্রেটারী মহাশয়ের আনীত খসড়া মুসবিদাটী রাজা মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি উহা আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিয়া দেখিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই কয়েকজন আগন্তুকের দিকে তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইল। তিনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আপনারা কতক্ষণ আগমন করিয়াছেন?

আসিবামাত্র আমাকে সংবাদ প্রদান করেন নাই কেন? আমার সন্নিকটে আসুন, কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক।"

রাজা মহাশয়ের মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা নির্গত হইবামাত্র তাঁহারা যেমন রাজার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, অমনি রাজা মহাশয় সেই থলড়া কয়েকখানি আপনার ক্যাসবাক্সের নিম্নে রাখিয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ক্রীড়া আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে হাজার হাজার টাকার হার-জিত হইতে লাগিল। সেই দরবার গৃহস্থিত সমস্ত লোক একমনে সেই ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় ও তাঁহার বন্ধু একদৃষ্টে সেই খেলার দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। আজ রাজা মহাশয়ের শরীর একটু অসুস্থ থাকা-প্রযুক্ত অধিকক্ষণ খেলা হইল না, এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। সেই সময় হিসাব করিয়া দেখায় জানিতে পারা গেল যে, আজ রাজা মহাশয় পঞ্চাশ হাজার টাকা জিতিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চান্ন হাজার টাকা হারিয়াছেন, সুতরাং পাঁচ হাজার মাত্র ঋণী হইলেন। সেই সময় রাজা মহাশয় আপনার ক্যাসবাক্স খুলিয়া পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় হাজার টাকার নোটের একটী বাণ্ডিল বাহির করিলেন, এবং কি ভাবিয়া কহিলেন, "সামান্য টাকার নিমিত্ত আর বাণ্ডিল খুলিব না। আজ আপনাদিগের টাকা বাকি থাকিল।—না, বাকিই বা থাকিবে কেন?" এই বলিয়া মন্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "আপনাদিগের তহবিল হইতে এই থলড়া পাঁচ হাজার টাকা ইহাদিগকে প্রদান করুন।"

রাজা মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন ও কহিলেন, "আমি ইহাদিগকে পাঁচ হাজার টাকা এখনই প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া খাতাঞ্চী মহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত একজন লোক প্রেরণ করিলেন।

সেই সময় রাজা মহাশয় সেই খস্‌ড়া মুসবিদাটী বাহির করিয়া একবার এপিট ওপিট করিয়া দেখিলেন। পরিশেষে মন্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "আজ আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হইতেছে; সুতরাং ইহা আর এখন আমি দেখিতে পারিব না। ইহা অদ্য আপনার নিকট রাখিয়া দিন। লেখা ঠিক হইয়াছে কি না, সময়-মত তাহা আপনি একবার দেখিবেন, এবং কল্য আমাকে প্রদান করিবেন।" এই বলিয়া সেই কাগজখানি মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন, তিনি উহা আপনার বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেন। পরিশেষে মন্ত্রী মহাশয় কতকগুলি কাগজ আপনার বাক্স হইতে বাহির করিয়া রাজা মহাশয়ের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "এই কয়খানি অতীব প্রয়োজনীয় কাগজ। ইহাতে অদ্যই আপনার স্বাক্ষর না হইলে রাজত্বের কতকগুলি কার্য্যের সবিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।"

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় সেই কাগজগুলি এক একখানি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং স্বাক্ষর করিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত কাগজগুলিতে স্বাক্ষর হইবার পর, তিনি উহা দাওয়ানজী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন।

দাওয়ানজী মহাশয় উহা আপনার বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

এইরূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সে দিবসের নিমিত্ত সভা ভঙ্গ করিয়া রাজা মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই সময় রাজা মহাশয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাট ক্রয় করিবার লোকের বন্দোবস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে কি?" উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "এখনও সম্পূর্ণরূপে স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। অদ্য প্রাতঃকালে আমি হাটখোলায় গমন করিয়া কয়েকজন পাটের মহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে আমার মনের কথা বলিয়াছিলাম।" তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, তদ্ব্যতীত এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মহাশয়ও একজন পারদর্শী লোক স্থির করিয়া দিবেন বলিতেছেন। কারণ, ইহার নিজের নিবাস ঢাকা জেলায়। সুতরাং সেই প্রদেশীয় একজন ভাল লোক অনায়াসেই ইনি স্থির করিয়া দিতে পারিবেন।"

মন্ত্রী মহাশয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "অতি অল্প দিবসের নিমিত্ত যদি আপনি একজন উপযুক্ত লোক দিতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়। কিরূপ বন্দোবস্তে লোক নিযুক্ত করা হইবে, তাহার সমস্ত অবস্থা আপনি মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া রাজা মহাশয় অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

রাজা মহাশয় গমন করিলে পর মন্ত্রী মহাশয় পুনরায় আপনার স্থানে উপবেশন করিলেন। সেই সময় যে লোক খাতাঞ্চী মহাশয়কে ডাকিতে গিয়াছিল, সে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "খাতাঞ্চী মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হইয়াছে, এই নিমিত্ত তিনি আসিতে পারিবেন না। কিসের নিমিত্ত তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতে চাহিয়াছেন। যদি না আসিয়া সেই কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইতে পারে, এই নিমিত্ত তাঁহার উপর যে আদেশ হইয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত পুনরায় আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই আগন্তুকদিগকে পাঁচ হাজার টাকা দিবার নিমিত্ত একখানি রোকা লিখিয়া তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনারা খাতাঞ্চী মহাশয়ের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া যাউন।" তাঁহারা মন্ত্রী মহাশয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক সেই রোকা লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

উঁহারা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলে মন্ত্রী মহাশয় সেক্রেটারী মহাশয়কে কহিলেন, "আপনার প্রস্তুত মুসবিদা আমি এক প্রকার দেখিয়াছি, উহা প্রায় ঠিকই আছে। তথাপি রাজা মহাশয় যখন বলিতেছেন, তখন পুনরায় আর একবার দেখিয়া রাখিব, এবং কল্য যখন তিনি দরবারে আগমন করিবেন, সেই সময় তাঁহাকে দিয়া মঞ্জুরি লিখিয়া লইব। তাহার পর ষ্ট্যাম্প কাগজে উহা উঠাইতে, না হয়, আর একদিবস বিলম্ব হইবে। কিন্তু ইয়োরপ আইনের নিয়মানুযায়ী আপনার রাজা মহাশয়কে একবার এখানে

আসিতে হইবে। তাঁহাকে সেই দলিল সহি করিতে হইবে এবং সেক্রেটারী আফিসে গিয়া তাঁহাকেই উহা রেজেষ্টারী করিয়া দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করুন। দেখুন—কতদিবস পরে তিনি এইস্থানে আগমন করিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপনান্তর সমস্ত টাকা লইয়া গমন করিতে পারিবেন।"

সেক্রেটারী। খসড়াখানি রাজা মহাশয়ের মঞ্জুরি দেখা হইলেই আমি তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিব। কিন্তু আমার অনুমান হয় যে, এক মাসের কম তিনি কোন প্রকারেই আগমন করিতে সমর্থ হইবেন না।

মন্ত্রী। টাকা প্রদান করিতে রাজা মহাশয় মুখে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তথাপি কল্য লিখিত আদেশ করাইয়া লইব এবং আমাদিগের দ্বারা এই কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাও করিব। আপনার রাজা মহাশয় যত শীঘ্র আগমন করিবেন, কার্য্যও তত শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে। এক মাস সময়ের মধ্যে না আগমন করিতে পারেন, তাহাতেও সবিশেষ ক্ষতি হইবে না। কারণ, আমার মনিব এখনও দুই তিন মাস কলিকাতায় অবস্থান করিবেন, একথা তিনি আমাকে দুই তিনবার বলিয়াছেন।

সেক্রেটারী। আমি কল্যই রাজা মহাশয়কে পত্র লিখিব, এবং যত শীঘ্র পারেন, এইস্থানে আগমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিব।

মন্ত্রী। আপনার কার্য্যের সমস্তই ত এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। এখন আপনি আমার কার্য্যের কিছু করিতে

পারিবেন কি? যদি আপনার দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাও আমাকে বলিবেন। আমি হাটখোলার কোন একজন পাটের মহাজনের সহিত বন্দোবস্ত করিব; একটী সামান্য কর্ম্মের নিমিত্ত প্রত্যহ রাজা মহাশয়ের নিকট অপদস্থ হওয়া ভাল নহে।

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া দাওয়ানজী মহাশয় কহিলেন, "হাটখোলার কোন মহাজনের সহিত আপনার বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। বিশেষতঃ রাজা মহাশয়ের কথার ভাবে বোধ হইল যে, তিনিও সেইরূপ বন্দোবস্তে সম্মত নহেন। সেক্রেটারী মহাশয় যখন বলিতেছেন, তখন তিনিই একজন উপযুক্ত লোককে আনিয়া দিবেন। না পারেন, আমিও মনে মনে একরূপ স্থির করিয়াছি যে, সেরাজগঞ্জে বহুদিবস হইতে অবস্থান করিতেছেন, এরূপ আমার একজন লোক আছে। আবশ্যক হয়, তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিব। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি এইস্থানে আগমন করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা দিবেন, এবং আপাততঃ এক লক্ষ টাকা লইয়া গিয়া আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। দশ পনর দিন কার্য্য করিলে যাহাতে পাঁচ ছয় সহস্র টাকা পাইবার সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্য কি সহজে হস্তান্তর করা কর্ত্তব্য?"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সকলেই আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেক্রেটারী বাবু ও তাঁহার বন্ধুকে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ভগবান দাস তাঁহাদিগের বাসায় রাখিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নূতন কর্ম্মে নিয়োগ।

পথে গমন করিতে করিতে ভগবান দাস এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুকে কহিলেন, "মহাশয়, আপনারা বড়লোক; সুতরাং আপনাদিগের কার্য্য-কলাপ আমাদিগের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি কিরূপে বুঝিতে পারিবে? তথাপি আমার মনে যে একটী ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ না করিয়া কোন মতেই থাকিতে পারিলাম না। অতএব এরূপ অনধিকার-প্রবেশে যদ্যপি আমার কোনরূপ অপরাধ হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।"

"মন্ত্রী মহাশয়ের ও আপনার কথানুযায়ী যেন আমার বোধ হইল, আপনার রাজা মহাশয় এক মাসের কম কোন-রূপই এখানে আগমন করিতে পারিবেন না; সুতরাং এক মাসের মধ্যে আপনার কার্য্যও শেষ হইবে না। আর বিনাকার্য্যে আপনাকে মাসাবধি কলিকাতায় বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি আরও বুঝিতে পারিয়াছি যে, পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত রাজা মহাশয় ঢাকা জেলা নিবাসী একজন ভাল লোক চাহেন। আরও শুনিয়াছি, আপনার বাসস্থান ঢাকা জেলায়। এরূপ অবস্থায় কলিকাতায় বসিয়া না থাকিয়া আপনি কেন এই সময় বাড়ী গমন করুন না? সেইস্থানে

আপনার লোকজন নিশ্চয়ই অনেক আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিবেন। এরূপ উপায়ে অনায়াসেই আপনি পাঁচ ছয় হাজার টাকা লাভ করিতে পারিবেন। অথচ সময়-মত এইস্থানে আগমন করিয়া আপনার মনিবের কার্য্যও উদ্ধার করিতে পারিবেন। মহাশয়! আমি নিতান্ত সামান্য লোক। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আসিল—তাহাই আমি কহিলাম। ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ভার আপনার উপর।"

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিয়া এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় কহিলেন, "তোমাকে সামান্য বুদ্ধির লোক কে কহে? যে কথা আমাদের মনে উদিত হয় নাই, তাহা তোমার মনে উদয় হইয়াছে দেখিয়া, আমি তোমার উপর অতিশয় প্রীত হইলাম। তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমি প্রথমে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিব, এবং পরিশেষে অপর লোকের অনুসন্ধান করিব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে না হইতে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় আপন বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "পুনরায় সময়-মত কল্য আগমন করিব" এই বলিয়া ভগবান দাস প্রস্থান করিল।

ভগবান দাস সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুর বন্ধু কহিলেন, "আমি যতদূর দেখিলাম, তাহাতে আমার বোধ হয় যে, রাজা মহাশয়ের নিকট হইতে আপনার মনিব নিশ্চয়ই টাকা প্রাপ্ত হইবেন। আমার আরও বোধ হয়, আমাদ ভগবান দাস যা কহিল, তাহা

নিতান্ত অযৌক্তিক কথা নহে। পাঁচ ছয় হাজার টাকা কেন, আমার বিবেচনায় একটু চালাকির সহিত কার্য্য করিলে, আট দশ হাজার টাকা অনায়াসেই উপার্জ্জন হইতে পারিবে।”

সেক্রেটারী। আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য, একথা আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ভাবিয়াছি। সকল কার্য্য আমি অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে পারিব এবং বিনাক্লেশে ও পরের অর্থে কিছু উপার্জ্জনও হইবে; কিন্তু আমি আপাততঃ পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাইব?

বন্ধু। পাঁচ হাজার টাকার নিমিত্ত আপনি এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? এই কলিকাতা সহরে আপনার বন্ধুবান্ধব কম নাই; দুই এক দিবসের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিলে, অনায়াসেই পাঁচ সহস্র মুদ্রার সংগ্রহ হইবে। এই টাকা আপনার জামিন স্বরূপ প্রদান করিলে, আপনার হস্তেই পাট ক্রয়ের ভার ন্যস্ত হইবে; আপনাকে রাজা মহাশয় লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। সেই সময় এই টাকা হইতে আপনার হাওলাতি দেনা পরিশোধ করিয়া পঁচানব্বই হাজার টাকা লইয়া আপনি সেইস্থানে গমন করিবেন এবং যেরূপ সুবিধা বুঝেন, সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিবেন।

সেক্রেটারী। আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট হইতে এইরূপ ভাবে টাকা কর্জ্জ লওয়া কর্ত্তব্য কি না, তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এদিকে একজনের নিকট কর্ম্ম করিতেছি।

সেই কর্ম্মে আমি নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে এইরূপ ভাবে অপরের কার্য্যে আমার হস্তার্পণ করাও উচিত, কি না ?

বন্ধু। একজনের কর্ম্মে যখন নিযুক্ত থাকা যায়, তখন সেই কার্য্যের ক্ষতি করিয়া অপরের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা কোনমতে যুক্তি-সঙ্গত নহে; ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্য ভিন্ন প্রকারের। দুইটী কারণে ইহাতে অনায়াসেই হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে আপনার মনিবের কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং রাজা মহাশয় আপনার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলে আপনার মনিবের প্রস্তাবিত অর্থ প্রদান করিতে কোনমতে কুণ্ঠিত হইতে পারিবেন না। সুতরাং ইহাতে আপনার মনিবের অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই সাধিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যখন আপনাকে একমাস কাল বিনাকর্ম্মে বসিয়া থাকিতে হইতেছে, তখন কলিকাতায় না থাকিয়া তাহার কতক সময় আপন বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে, আপনার মনিবের কি ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ?

সেক্রেটারী। আপনার কথা যুক্তি-শূন্য নহে স্বীকার করি; কিন্তু বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব কি ?

বন্ধু। টাকার সংগ্রহ হইবে কি না, তাহা চেষ্টা না দেখিয়া বলা সহজ নহে।

এইরূপে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী ও তাঁহার বন্ধুর সহিত পরস্পরের অনেক কথা হইবার পর, পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, যাহাতে পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা

করাই কর্ত্তব্য। এইস্থানে বোধ হয়, পাঠকগণকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুর বন্ধু বি-এ ক্লাশের একটী ছাত্র।

সেই দিবস সন্ধ্যার পরই এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় আপনার বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কি নিমিত্ত তাঁহার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা কিন্তু কাহারও নিকট না বলিয়া, দুই এক দিবসের নিমিত্ত কিছু টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, এই বলিয়া যাঁহার যাঁহার নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, তাহার একটী অনুমানিক হিসাব স্থির করিয়া লইলেন। এইরূপে বন্ধুবর্গের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং নিজের নিকট যাহা কিছু আছে, তাহা মিলাইয়া দেখিলেন; সর্ব্বসমেত প্রায় সাড়ে চারি হাজার টাকা হইতে পারে। এখনও পাঁচশত টাকার অনাটন রহিল।

পরদিবস ভগবান দাস নিয়মিত সময়ে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু পূর্ব্ব হইতেই কাপড় ছাড়িয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছেন। ভগবান দাস আসিবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তাহার সহিত গমন করিলেন।

পথে গমন করিতে করিতে ভগবান দাস সেক্রেটারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজবাড়ীতে গমন করিবামাত্রই মন্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই পাট ক্রয় করিবার লোকের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনি লোকের ঠিক করিয়াছেন?"

সেক্রেটারী। লোক ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। কোন্ লোককে বিশ্বাস করিয়া একবারে এত টাকা তাহার

হস্তে প্রদান করিতে রাজা মহাশয়কে বলিব? টাকার লোভ সম্বরণ করা সকলের পক্ষে নিতান্ত সহজ কথা নহে। সে ব্যক্তি যদি সেই লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, রাজা মহাশয় প্রদত্ত টাকা লইয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে সেই টাকার নিমিত্ত রাজা মহাশয়ের নিকট কে দায়ী হইবে? তুমি কাল যেরূপ ভাবে বলিতেছিলে, সেইরূপ ভাবে আমি নিজে গমন করিতে পারি, যাইব; নতুবা অপর কোন লোককে আমি এই কার্য্যে পাঠাইতে ইচ্ছা করি না।

ভগবান। ইহাই উত্তম পরামর্শ। আপনি নিজেই এই কার্য্যে গমন করুন। দশ পনর দিনের মধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় আপনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইবেন।

সেক্রেটারী। আমি নিজেই এই কার্য্যে গমন করিতে প্রস্তুত আছি, একথা আমি নিজে মন্ত্রী মহাশয়, কি রাজা মহাশয়ের নিকট কিরূপে প্রস্তাব করিব?

ভগবান। তাহার নিমিত্ত আপনি ভাবিতেছেন কেন, সে কার্য্যের ভার আমি লইতে প্রস্তুত আছি।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে উভয়েই ক্রমে রাজবাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজ দরবারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, মন্ত্রী মহাশয় আজ অগ্রেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেক্রেটারী মহাশয় দরবার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মন্ত্রী মহাশয় নিজে গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সেইস্থানে বসাইলেন, এবং আপনার বাক্স হইতে সেই পন্দুকা সুসবিদাখানি বাহির

করিয়া কহিলেন, "আমি সবিশেষ মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছি। ইহা অতি উত্তমরূপেই লিখিত হইয়াছে, কেবল একটীমাত্র স্থান ভিন্ন ইহাতে আমার আর কোন কথা বলিবার নাই। ইহাতে লিখিত আছে যে, শতকরা বাৎসরিক চারি টাকা সুদে আপনারা টাকা কর্জ্জ করিতেছেন, এত কম সুদে টাকা ধার দেওয়ার পদ্ধতি এ সরকারে নাই। অভাব পক্ষে শতকরা বাৎসরিক পাঁচ টাকা সুদের কমে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখন টাকা প্রদত্ত হয় নাই। উহা অপেক্ষা অধিক না হউক, আপনি যদি উহাতেও সম্মত হইতে না পারেন, তাহা হইলে রাজা মহাশয় যে টাকা প্রদান করিবেন, তাহা আমার বোধ হয় না; বিশেষ সরকারে যে দস্তুর নাই, তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমরাও কোন কথা রাজা সাহেবকে বলিতে সাহসী হইব না, আর বলিলেও তিনি যে তাহা শুনিবেন, তাহাও বোধ হয় না। ওরূপ অবস্থায় আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহা আমাকে বলুন, রাজা মহাশয় আসিলে আপনার কার্য্য শেষ করিয়া দিবার বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া দেখি।"

সেক্রেটারী। আমার মনিবের টাকার প্রয়োজন, তাঁহাকে টাকা গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি পাঁচ টাকার কম সুদে আপনাদিগের সরকারে ধার দেওয়ার পদ্ধতি না থাকে, তাহা হইলে কাজেই আমাকে উহাতেই স্বীকৃত হইতে হইবে। আপনি রাজা মহাশয়কে বলিয়া আমার কার্য্য শেষ করিয়া দিউন, আমি বাৎসরিক শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবেই সুদ দিতে স্বীকৃত হইলাম।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী মহাশয় খস্‌ড়া মুসবিদার যে স্থানে চারি টাকা সুদের কথা লেখা ছিল, সেই স্থানটী কাটিয়া পাঁচ টাকা করিয়া দিলেন। সেই কাগজখানি আপনার নিকট রাখিয়া দিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার কার্য্যের কিছু স্থির করিতে পারিয়াছেন কি ?"

সেক্রেটারী। এখন পর্য্যন্ত সবিশেষ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। বিশ্বাস করিয়া যাহার হস্তে একবারে লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এরূপ বিশ্বাসী লোক সহজে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। আজ কালকার অবস্থা যেরূপ, তাহা আপনি উত্তমরূপে অবগত আছেন। দশ টাকা দিয়া কোন লোককে বিশ্বাস করিতে সহজে সাহস হয় না। তাহার উপর একেবারে লক্ষ টাকা আপনারা তাহার হস্তে একবারে প্রদান করিবেন ও তাহার জামিনের স্বরূপ আপনারা কেবল মাত্র পাঁচ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিবেন। এরূপ অবস্থায় বলুন দেখি, আমি কাহাকে বিশ্বাস করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে সাহসী হই। ঈশ্বর না করুন, সে যদি ঐ টাকা লইয়া কোন রূপে আত্মসাৎ করিয়া বসে, তাহা হইলে ভাবুন দেখি, আমার পরিণাম কি হইবে, আমার উপর আপনাদিগের কিরূপ বিশ্বাস বর্ত্তমান থাকিবে ও পরিণামে আমার মনিবের কার্য্যেই বা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইব ? সে সময়ে আপনারা আমার কথায় আর কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। যে কার্য্যে এতদূর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেই কার্য্যের নিমিত্ত লোক প্রদান করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

এই সময়ে ভগবান দাস কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমার একটী কথা বলিবার আছে। সেক্রেটারী বাবু যাহা কহিলেন, তাহা সত্য; বিশ্বাস করিয়া যাঁহার হস্তে প্রথমেই লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এরূপ লোক সহজে প্রাপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেক্রেটারী বাবুর মনিবের কলিকাতায় আসিয়া দলিলাদি রেজেষ্টারী করিয়া দিতে প্রায় মাসাবধি লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে যদি আপনারা তাঁহার সমস্ত কার্য্য ঠিক করিয়া রাখেন, তাহা হইলে আপনাদিগের উপকারের নিমিত্ত সেক্রেটারী মহাশয় নিজেই যাহাতে আপনা-দিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হন, তাহা না হয় একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে এক লক্ষ কেন দুই লক্ষ টাকাও রাজা সাহেব ইহার হস্তে অনা-য়াসেই প্রদান করিতে পারেন। ইহার হস্তে আর প্রদান করিতে যেমন কাহাকেও কোনরূপে সঙ্কুচিত হইতে হইবে না, ইহার দ্বারা কার্য্যও সেইরূপ সুচারুরূপে অনায়াসেই নির্ব্বাহ হইবে। আমার বিবেচনায় অপর লোকের চেষ্টা না দেখিয়া যাহাতে ইনিই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহারই চেষ্টা দেখা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিয়া, মন্ত্রী মহাশয় অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সেক্রেটারী মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আপনি নিজেই যদি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যে কি উপকার করা হয়, তাহা আর কি বলিব। আপনার কার্য্যের নিমিত্ত

আপনাকে কিছুমাত্র দেখিতে হইবে না, সে ভার আমি নিজেই গ্রহণ করিলাম। আপনার মনিব যে দিবস কলিকাতায় আসিয়া দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দিবেন, সেই দিবসই টাকা প্রাপ্ত হইবেন। আর ইহাতেও যদি তাঁহার কার্য্যের অসুবিধা হয়, অর্থাৎ দলিল রেজেষ্টারী হইবার পূর্ব্বে যদি টাকার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি তাহা প্রদান করিবারও বন্দোবস্ত করিতে পারিব।"

সেক্রেটারী। যখন আপনি বলিতেছেন, তখন আমি আপনাদিগের পাট ক্রয় করিবার কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। আশা করি, এই কার্য্য সুচারুরূপে আমি সম্পন্ন করিতে পারিব; কিন্তু একটী বিষয়ের নিমিত্ত আমার কিছু অসুবিধা হইতেছে। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম পাঁচ হাজার টাকা আপনাদিগের সরকারে জমা দিবার নিয়ম আছে। কলিকাতায় আমি একে এক প্রকার অপরিচিত, তদ্ব্যতীত অত টাকা আমার সঙ্গে নাই। এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইব?

মন্ত্রী। আপনিও রাজসরকারের একজন প্রধান কর্ম্মচারী, সুতরাং যে সরকারে যেরূপ নিয়ম আছে, তাহার অন্যথাচরণ করা যে কতদূর অসম্ভব, তাহা আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যদি প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে যে উপায়েই হউক, রাজসরকারের নিয়মানুযায়ী আপনাকে পাঁচ হাজার টাকার বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। তবে দুই এক শত টাকার

যদি কোন প্রকারে অনাটন হয়, তাহা হইলে সে উপায় আমি করিতে পারিব।

সেক্রেটারী। দুই এক শত টাকার বন্দোবস্ত করিলে হইবে না, অভাব পক্ষে আপনাকে পাঁচশত টাকার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

মন্ত্রী। যতদূর সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা লইয়া কল্য আগমন করিবেন। সেই সময় সে বিষয়ের বন্দোবস্ত করা যাইবে। যদি শতাবধি-টাকা কমই পড়ে, তখন যেরূপ হয়, একরূপ বন্দোবস্ত করা যাইবে; আমিই না হয় আপনাকে ঐ টাকা হাওলাত স্বরূপ প্রদান করিব। পরিশেষে সুযোগমতে আপনি আমাকে উহা পাঠাইয়া দিবেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী ও মন্ত্রী মহাশয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এরূপ সময়ে সংবাদ আসিল যে, রাজা মহাশয় দরবার গৃহে আগমন করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র সকলেই শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। রাজা মহাশয়ও দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার স্থানে উপবেশন করিলেন ও কহিলেন, "আজ আমার শরীরটা তত ভাল নহে। খেলা করিবার মানসে যদি তাঁহারা আগমন করেন, তাহা হইলে কল্য তাঁহাদিগকে আসিতে কহিবেন। অদ্য আমি অধিকক্ষণ দরবার গৃহে উপবেশন করিব না, এখনই অন্তঃপুরের ভিতর গমন করিব। অতএব অদ্য একান্ত প্রয়োজনীয় কোন কাগজ পত্রে যদি আমার স্বাক্ষর করিবার নিতান্ত প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তাহা এখনই আনায়ন করুন।"

রাজা মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "বিশেষ আবশ্যকীয় কোন কাগজ পত্র নাই, যাহা আছে, তাহা কল্য দেখিলেও অনায়াসেই চলিতে পারে, তবে কেবলমাত্র সেক্রেটারী মহাশয়ের খস্‌ড়াখানি একবার আপনার দেখার আবশ্যক।" এই বলিয়া সেই খস্‌ড়া মুসবিদাখানি রাজা মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমি সবিশেষ মনোযোগের সহিত ইহা দেখিয়াছি। লেখার মধ্যে কোন দোষ আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। কেবল সুদের হার কিছু কম করিয়া লেখা ছিল,—তাহা আমি ঠিক করিয়া দিয়াছি।"

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় আর কোন কথা কহিলেন না। কেবল সেই খস্‌ড়ার উপর লিখিয়া দিলেন, "উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা পড়া ও রেজেষ্টারী হইলে, টাকা প্রদান করা হউক।"

মন্ত্রী। তাহা হইলে ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা পড়া হইলে স্বাধীন রাজা মহাশয় আমাদের ঐ দলিল রেজেষ্টরি করিয়া দিলেই আমরা টাকা প্রদান করিতে পারি।

রাজা। নিশ্চয়ই, কিন্তু রেজেষ্টরি হইবার পূর্ব্বে যেন টাকা দেওয়া না হয়। রেজিষ্টারির সময়ে রেজিষ্টরি আফিসে টাকা প্রদান করিবেন।

মন্ত্রী। তাহাই হইবে। আর একটী কথা, পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত আপনি যে একটী লোক স্থির করিতে বলিয়াছিলেন, অদ্য তাহা স্থির হইয়াছে। যেরূপ উপযুক্ত লোক এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ লোক যে অনায়াসেই পাওয়া যাইবে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই। এসিষ্টেন্ট

সেক্রেটারী মহাশয় নিজেই গমন করিয়া পাট ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

রাজা। সেক্রেটারী মহাশয় নিজেই গমন করিবেন,—ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আমাদিগের আর কি হইতে পারে? আমি যেরূপ নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে মনস্থ করিয়াছি, ঈশ্বর অনুকম্পায় সেইরূপ উপযুক্ত লোকও প্রাপ্ত হইয়াছি। কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথম প্রায়ই লোকসান দিতে হয়, কিন্তু যেরূপ উপযুক্ত লোক এই কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে লোক-সান হওয়া দূরে থাকুক, দেখিবেন, এই কার্য্যে বিশেষরূপ লাভ হইবে। এখন সেক্রেটারি মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া রাজসরকারের নিয়মানুযায়ী টাকা জমা লইয়া ইহাঁর গমনের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিবেন। যখন ইনি গমন করিবেন, সেই সময়ে আপাততঃ এক লক্ষ টাকা ইহাঁর হস্তে প্রদান করিবেন। পরিশেষে পাট ক্রয় করিবার স্থান হইতে যখন যে টাকার নিমিত্ত লিখিবেন, তখনই তাহা প্রেরণ করিবেন। যাহাতে কল্যই সেক্রেটারী মহাশয় গমন করিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। আপনাদিগের তহবিলে যদি অত টাকা মজুত না থাকে, তাহা হইলে আমি উহা প্রদান করিব। বোধ হয়, আমার বাক্সে এখনও দুই লক্ষ টাকা মজুত আছে।

এই বলিয়া রাজা মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। রাজা মহাশয় গমন করিবার পর, সেই খসড়া মুসবিদার উপর রাজা মহাশয় যে

আদেশ লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রী মহাশয় সেক্রেটারী বাবুকে দেখাইলেন। রাজা মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত আদেশ দেখিয়া সেক্রেটারী মহাশয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন, টাকা পাইবার পক্ষে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই। এখন মনিব মহাশয় আসিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেই অল্প দিবসের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যায়। এই ভাবিয়া সেক্রেটারী মহাশয় সেই কাগজখানি আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন ও কহিলেন, "উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে আমি উহা লিখাইয়া আনিব।" সেক্রেটারী মহাশয়ের প্রস্তাবে মন্ত্রী মহাশয়ও সম্মত হইলেন ও পরিশেষে কহিলেন, "আপনি জামিনের টাকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া কল্যই লইয়া আসিবেন। কারণ, কল্যই পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত আপনাকে গমন করিতে হইবে।" মন্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে সেক্রেটারী মহাশয় সম্মত হইলেন। পরদিবস আসিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপ বলিয়া সেই দিবস সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, ভগবান দাসও তাঁহার সহিত তাঁহার বাসা পর্য্যন্ত গমন করিল। যাইবার সময় আবার কহিল, "আপনি পাট খরিদ করিতে সম্মত হইয়া বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন, না হইবে কেন, আপনারা যে কার্য্য করিয়া থাকেন, এরূপ বুদ্ধিমান না হইলে কি ঐ কার্য্য কেহ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন। আপনি দেখিবেন, যে কার্য্যের নিমিত্ত আপনি আগমন করিয়াছেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে হইতেই আপনি অনায়াসেই দশ টাকা সংস্থান করিয়া লইতে পারিবেন। অবশ্য আপনার অর্থের কিছু কম নাই, তাহা আমি

জানি, কিন্তু বিনা চেষ্টায় অথচ সততায় যদি কোন অর্থ আপনা হইতে আগমন করে, তাহা ইচ্ছা করিয়া কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু মহাশয় গরিবের একটী নিবেদন যে, তাহাকে যেন ভুলিবেন না।"

সেক্রেটারী। তা কি কখন হয়, ভগবান দাস, তোমাকে আমি কি কখন ভুলিতে পারি? যদি এই কার্য্যে আমার দশ টাকা উপার্জ্জন হয়, তাহা হইলে জানিও, তোমারই পরামর্শে ও উদ্যোগে। অবশ্য তোমার পারিতোষিকের কথা আমাকে কিছু বলিতে হইবে না। তোমাকে আমি সন্তুষ্ট করিতে বিশেষরূপ চেষ্টা করিব।

এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের স্বদেশীয় যে উকীল বাবু খস্‌ড়া মুসবিদাখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট গমন করিয়া রাজা মহাশয়ের আদেশ-সংযুক্ত সেই কাগজখানি পুনরায় এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বাবু তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, এবং উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে উহা উত্তমরূপে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতে কহিলেন। উকীল বাবু সেক্রেটারী বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও কহিলেন, "আমি সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়া দিব, আপনি চারি পাঁচ দিবস পরে আসিয়া লইয়া যাইবেন।"

সেক্রেটারী। আপনি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিবেন। চারি পাঁচ দিবস পরে আমি বোধ হয় আসিয়া উহা লইয়া যাইতে পারিব না। আমার পক্ষ হইতে অপর কেহ আপনার নিকট আগমন করিলে আপনি উহা তাহার হস্তে প্রদান করিবেন। আমার বন্ধুবান্ধব ও লোকজন সকলেই আপনার নিকট পরি-

চিত। আপনার পরিচিত যে কেহ আসিলে আপনি তাহার হস্তে উহা অনায়াসেই প্রদান করিতে পারিবেন।

উকীল। আপনি নিজে আসিতে পারিবেন না কেন?

সেক্রেটারী। কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত আমাকে বোধ হয় কল্যই বাহিরে গমন করিতে হইবে।

উকীল। কোথায় যাইবেন।

সেক্রেটারী। আর কোন স্থানে নহে, আমাদিগের দেশেই গমন করিব।

উকীল। এমন হঠাৎ এরূপ কি কার্য্য পড়িয়া গেল যে, কল্যই আপনাকে দেশে গমন করিতে হইবে?

সেক্রেটারী। সমস্তই আপনি জানিতে পারিবেন, আপনাকে সমস্তই পরে বলিব।

উকিল বাবুর সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়ার পর এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহার যে সকল বন্ধুবান্ধবের নিকট পূর্ব্বদিবস টাকার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন, এবং যাঁহার নিকট হইতে যতদূর সম্ভব, তাঁহার নিকট হইতে সেইরূপ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল টাকা যাহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেককেই শতকরা এক টাকা হইতে দুই টাকার হিসাবে সুদ দিতে সম্মত হইলেন। কেবল একটী কি দুইটী বন্ধু বিনা সুদে টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। বাসায় আসিয়া আপনার নিকট যাহা কিছু ছিল, তাহাও বাহির করিয়া দেখিলেন যে, সাড়ে চারি হাজার

টাকার সংস্থান হইয়াছে। এখনও পাঁচশত টাকার অনাটন আছে; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া সেই পাঁচশত টাকা কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

পরদিবস ঠিক নিয়মিত সময়ে পুনরায় দালাল ভগবান দাস আসিয়া উপস্থিত হইল। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত সাড়ে চারি হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত রাজা মহাশয়ের বাসাভিমুখে গমন করিলেন। দরবার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সে দিবসও মন্ত্রী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া বসিয়া আছেন। সেক্রেটারী মহাশয় গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র মন্ত্রী মহাশয় সাদর-সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, শেষে কহিলেন, "কেমন মহাশয়! অদ্যই গমন করিতে পারিবেন কি?"

সেক্রেটারী। অদ্যই গমন করিতে আমার আর কোন প্রকার প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না; কেবলমাত্র রাজসরকারে যে টাকা জমা দিতে হইবে, এ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

মন্ত্রী। কত টাকার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন?

সেক্রেটারী। সাড়ে চারি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি; বক্রী পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

মন্ত্রী। যখন এত টাকা সংগ্রহ হইল, তখন সামান্ত পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না? সামান্ত টাকার নিমিত্ত কার্য্য নষ্ট হওয়া কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত নহে, নাগাইত সন্ধ্যা বক্রী পাঁচ শত টাকার যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিবেন না কি?

সেক্রেটারী। আপাততঃ আর কিছুই সংগ্রহ হইবার উপায় নাই, যদি কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এই সামান্ত বিষয়ের নিমিত্ত আমাকে বলিতে হইত না।

ফাল্গুন মাসের সংখ্যা,

"রাজা সাহেব শেষ অংশ"

যন্ত্রস্থ।